



47425 - বনোমায়ীকে দাওয়াত দয়ো ও বদাতীৰ সাথো মুয়ামালাতরে আদরশ পদ্ধতি

প্রশ্ন

বনোমায়ীকে দাওয়াত দয়োৰ আদরশ পদ্ধতি কী? বদাতী সম্পর্কেও কী বলবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদত পালনরে দাওয়াত দয়োৰ ক্ষত্রে টার্গটেকৃত ব্যক্তরি অবস্থা দেখতে হবে, তার সাথো উৎসাহপ্রদান ও ভীতপ্রদর্শন এ দুটো পদ্ধতির কোনটি উপযোগী সটো বিচেনায় রাখতে হবে। যদিও শরয়িতরে সাধারণ নীতি হচ্ছে উভয় পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা। তাছাড়া দাওয়াতরে টার্গটেকৃত ব্যক্তরি অগ্রসরতা কথিবা পছিটান, ওয়াযরে দ্বারা প্রভাবতি হওয়া কথিবা না-হওয়া এ বিষয়গুলোও বিচেনায় রাখতে হবে।

দুই:

বনোমায়ীকে দাওয়াত দয়োৰ আদরশ পদ্ধতি সংক্ষেপে নমিনরূপ:

১। তাকে স্মরণ করয়িে দয়ো যাে, নামায একটি ফরয ইবাদত এবং ঈমানরে পর নামায ইসলামরে সবচেয়ে মহান রুকন।

২। তাকে নামাযরে কিছু ফযলিত অবহতি করা; যমেন- আল্লাহ বান্দার উপর যা কিছু ফরয করছেন তার মধ্যে নামায সর্বোত্তম। রবরে নকৈট্য হাছলিरे সর্বোত্তম মাধ্যম নামায। ধর্মীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযরে হিসাব নয়ো হবে। কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর মধ্যবর্তী সকল পাপ মচোন করে। একটমিত্র সজেদার মাধ্যমে বান্দার এক ধাপ মর্যাদা সমুনত হয় এবং একটি পাপ মচোন হয়...ইত্যাদি নামাযরে ফযলিতরে ব্যাপারে আরও যা কিছু বরণতি হয়ছে। এর মাধ্যমে আশা করি, তার অন্তর খুলে যাবে এবং নামায তার চক্ষুশীতলে পরণিত হবে, যভোবে নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে চক্ষু শীতল ছিল।

৩। নামায বর্জনকারীর ব্যাপারে যোে কঠোর শাস্তি বরণতি হয়ছে এবং আলমেগণ নামায বর্জনকারী কাফরে হয়ে যাওয়া ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যোে মতভদে করছেন তাকে সোে সব অবহতি করা। নামায বর্জনকারীকে ইসলাম স্বাধীনভাবে



সমাজে বসবাস করার সুযোগে দিয়ে না- তাকে এটি জানিয়ে দয়া। কারণ নামায বর্জনকারীর ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে তাকে নামাযের দিকে আহ্বান করা। যদি সবে উপর্যুপরি নামায বর্জন করতই থাকে তাহলে ইমাম আহমাদ ও তার মতানুসারীদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। ইমাম মালিকে ও শাফেরি মাযহাব মতে, তাকে হদ্দ বা শরয়ী শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে। আর ইমাম আবু হানফির মাযহাব মতে, তাকে গ্রেফতার করা হবে ও জলে পাঠানো হবে। তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়ার কথা আলমেগণের কড়েই বলেননি। নামায বর্জনকারীকে বলা হবে: আপনি কি এতে সন্তুষ্ট য়ে, আলমেগণ আপনার কাফরে হওয়া, কিংবা আপনাকে হত্যা করা কিংবা গ্রেফতার করা নিয়ে মতভেদে করুক?!

৪। তাকে আল্লাহর সাক্ষাত, মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নামায বর্জনকারীর য়ে, খারাপ মৃত্যু হয় ও কবরে আযাব হয় তাকে সঠিক স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৫। নির্ধারণিত সময় এর চয়ে দরৌতে নামায আদায় করা কবরী গুনাহ্। “তাদের পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। কাজইে অচরইে তারা গাইয়য (কষতগ্রিস্ততার) সম্মুখীন হবে।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: ‘গাইয়য’ হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা; যটো সুগভীর ও এর স্বাদ মন্দ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “সসেব নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফলে” [সূরা মাউন, আয়াত: ৪,৫]

৬। ব-নামাযীকে কাফরে ঘোষণা করার য়ে অভিমিত রয়েছে এর ভিত্তিতে মহা জটিলি কিছু বিষয় ঘটবে সেগুলো তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। যমেন, তারা বিবাহ বাতলি হয়ে যাবে, ববৌহকি সম্পর্ক ও স্ত্রীর সাথে সংসার করা হারাম হয়ে যাবে, মৃত্যুর পর তাকে গোসল করানো হবে না, তার জানায়ার নামায পড়ানো হবে না। য়ে দললিগুলো ব-নামাযীর কাফরে হওয়া প্রমাণ করে এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শরিক ও কুফরের মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বর্জন।” [সহহি মুসলিমি (৮২)] তিনি আরও বলছেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের। সুতরাং য়ে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।” [জামে তরিমযী (২৬২১), সুনানে নাসাঈ (৪৬৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৭৯)]

৭। তাকে নামায সংক্রান্ত, নামায বর্জনকারী ও অবহলোকারীর শাস্তি সংক্রান্ত কিছু পুস্তকি ও ক্যাসটে উপহার দেওয়া।

৮। উপর্যুপরি সবে নামায ত্যাগ করতে থাকলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া।

আর বদাতির বদাতের প্রকার ও মাত্রার ভিত্তিতে তার সাথে আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে- তাকে নসীহত করা, আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তার সামনে দললি-প্রমাণ উপস্থাপন করা, তার সন্দেহ-সংশয় দূর করা। এর পরেও সবে যদি তার বদাত চালিয়ে য়েতে থাকে তাহলে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদে করলে যদি সটো ফলপ্রসু হয় তাহলে তার সম্পর্কচ্ছেদে করা ও তাকে হুমকি-ধমকি দেয়া। কোন লোককে বদাতী বলার আগে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে



আলমেদরে শরণাপন্ন হওয়া এবং বদিত ও বদিতকারীর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। কেননা হতে পারে ব্যক্তি অজ্ঞতা  
কথিবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তার অজুহাত গ্রহণযোগ্য।

আরও জানতে দেখুন শাইখ সাঈদ বনি নাছরে আল-গামদেরি লিখিত “হক্বীকাতুল বদিআহ্ ওয়া আহকামুহা”

আল্লাহই ভাল জানেন।